Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 236 - 242
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত উপন্যাস : পাঠকের মননে, সাহিত্যের চিন্তনে

পৃথা ঘোষ
শিক্ষিকা, প্রফেসর সৈয়দ নুরুলহাসান কলেজ
Email ID: prithag195@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Twentieth century, Subaltern life, Rural people, Folk beliefs, Folk songs, Folk festivals, Folk myth, Regional novels.

Abstract
Although Bhagirath Mishra entered the world of bangla kotha sahitya by writting short stories but his novels made him popular. He is a writer of 20th century, the picture of subaltern life has come in his novels, folk beliefs, folk songs, folk dance, folk festivals, folk myth appeared in his writtings. His novels included as regional novels also, there are images of rural people based on agriculture in his novels. water and soil are the main elements of Bhagirath Mishras katha sahitya.Bhagirath Mishra has a postgradute degree in geography and has more than a hundred published short stories have won him the certificate of Honour(1993)presented by Madhuparni a distinguished magazine.He received the ''Sopan Award" for the "Lebaron Badyikor" compelling stories,he awarded the "Samaresh Basu" award for "Aarkathi" novel.He received the award "Yajan" for "Charon Bhumi" novel.His novels are Antorgoto Neelsrot, Toskor, Aarkathi, Charonbhumi, Janguru, Mrigoya, Shikorer Ghran, Faasbodol, Sikolnama. His stories are Kakchoritra, Chikon Babu, Midfielder, Batasiromon, Vikhu Majhi.

Discussion

অবান্তর, অন্তেবাসী মানুষের উপলব্ধি অভিজ্ঞতা চেতনা মনন নির্ভর বিষয় ভগীরথ মিশ্রর কথা সাহিত্যের মূল। বিষয়বস্তু আঙ্গিকচেতনায় প্রতিটি উপন্যাস স্বতন্ত্র,বাংলা কথা সাহিত্যে বিকল্প ধারাটি তার হাতে সূচিত হয়, তিনি গ্রামজীবনের কথাকার নন, এর আগে গ্রামজীবন এসেছে রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রমুখের লেখায়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক নিবিড় আলাপচারিতায় ভগীরথ মিশ্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন উপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর সীমাবদ্ধতায় তাদের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রচনায় যে গ্রাম এসেছে তা আকাঁড়া গ্রাম নয় বানানো গ্রাম। কিন্তু তার লেখায় উঠে এসেছে প্রকৃত গ্রাম্যপরিসর, অন্তেবাসী মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও তাদের মানসলোক। সচেতন ভাবে তিনি পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

> "কোনও নাগরিক বন্ধুকে নিজের কোন লেখা পড়তে দেবার সময় লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বলে দিই, একটু দেখেশুনে পড়বেন ভাই, গ্রামের মানুষ চিরিক করে থুতু ফেললে তার সাথে অনেক কিছু ফেলে দেয়।"[১]

পুরানকথিত 'ভগীরথ' গঙ্গাকে মহাদেবের জটাজাল থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর পাপপুন্য পরিবেশে বইয়ে দিয়ে সমতলবাসীদের যেমন পাপমুক্তি করতে এগিয়ে এসেছিলেন তেমনি একলের কথাকোবিদ 'ভগীরথ মিশ্র' এই সাব-অলটার্ন শ্রেণীর আত্মকথা তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্য পাঠকের কাছে তুলে এনেছেন। তার উপন্যাস গুলি একে একে আলোচনায় তুলে ধরবো।

'অন্তর্গত নীলস্রোত' ভগীরথ মিশ্র এর প্রথম উপন্যাস ১৯৯০ এ প্রকাশিত। ৯৬ পাতার সম্পূর্ণ উপন্যাসটি নামকরনের মধ্যদিয়ে সংকেতধর্মী বলে অনুভূত হয়। নাগরিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গুরুপদ মুলত একজন নিম্নবর্গীয় সামাজিক বৃত্তের প্রতিভূ, সামাজিক অভিব্যাক্তিতে একথা প্রমানিত যে প্রাণী কিংবা মানুষ একেবারে দীনের চেয়েও দীন। সেও তার চেয়ে দুর্বল প্রাণীটিকে শোষণ করে নিজের আখের গোছায়,এই প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত -

> "এই শোষণ শৃঙ্খলাটির প্রসঙ্গ আমি আমার একাধিক লেখায় উপস্থাপন করেছি। এর জবাব আমি খুঁজে চলেছি।"[২]

গুরুপদ কর্মসুত্রে রাইটার্স এর পিওন, সেখানে উচ্চপদস্ত কর্মচারিদের কাছে সে চাকরেরই নামান্তর। তাদের ফরমাশ খাটা, চা করা, পরিস্কার করা, ঝাড়াপোছা করা, সপ্তাহ শেষে যখন গ্রামে ফিরে আসে তখনও তার গ্রামীণসত্তা বহুধাবিভক্ত। সে কুসুমের সাথে ঘরবাঁধার স্বপ্নে রোমান্টিক প্রেমিক সত্তায় অবতীর্ণ, আবার কখনো গ্রামের মানুষদের মাথা হিসেবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য একগুঁয়ে আবার গ্রামের মানুষদের ব্যাবহার করে তার আখের গোছানর তাগিদ। লোধা শ্রেণীর স্বভাব, ভাষা, জীবিকা, এই উপন্যাসে গুরুপদের স্বভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ৭০-৮০ দশকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে লাগাতার আন্দোলনের ফলে বহুধরনের পরিবর্তন হয়েছে, তবু শ্রেণীবাস্তবতার মূল ভিত্তিটি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। শোষণ ভিত্তিক সমাজের প্রতিটি পরিসর থেকে জন্ম নিয়েছে আধিপত্যবাদ, শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব নয় লেখক ভাষার মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসে এক নতুন প্রবনতার উদ্ভাস ঘটিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষায় হুবুহ উপস্থাপনা এবং পাশাপাশি নাগরিক জীবন দেখানোর সময় শহরের মার্জিত ভাষার প্রয়োগ পাঠকের মননকে স্পর্শ করেছে।

'শিকড়ের ঘ্রাণ' ২০০১ সালে রচিত নাগরিক পরিমণ্ডলের উপন্যাস শিকড়গাছা গ্রামের কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী এক ছোট্ট শিশু উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে পৌছয়। তার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার জীবনবৃত্তে প্রতিনিয়ত কঠোর জীবনসংগ্রাম, পরিবার-পরিজন বৃহত্তর সমাজের শ্রেণীচেতনার প্রতিফলন উঠে এসেছে। একটু একটু করে পরিবর্তিত মুল্যবোধ তাকে স্বচ্ছল পরিবারের সম্পৃক্ততার থেকে ক্রমশ সমাজবিরোধী এক স্বার্থপর জীবনে নিয়ে গেল। তবু কোথাও একটা শিকড়ের টান থেকে গেছে, আর থাকল একটা বোবা কান্না সমাজের কাছে যা কখনো প্রকাশ হবে না। প্রতিনিয়ত 'শুকদেবের' লড়াই এই উপন্যাসে সমাজের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ভাবতে বাধ্য করে সত্যি এই সমাজ কি আমাদের অভিপ্রেত? সত্যি এই নগর কি গ্রামের থেকে উন্নত? চেষ্টা করেও কি শিকড়ের ঘ্রাণ কে অস্বীকার করা যায়। তাই বারবার এই উপন্যাসে মাটির সোঁদা গন্ধ ঘুরে ফিরে আসে। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী চেতনার বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসটির মূলউপজীব্য। উপন্যাসের পটে আছে কতগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার চিত্র উদ্বাস্ত সমস্যা, ৭২-৭৩-৭৭ এর রাজনৈতিক আন্দোলন, হিন্দু–মুসলিম বিভেদ, শ্রেণী চেতনার স্তর বিভাজন, মার্কসবাদী বিক্ষা, একটি জীবনের আড়ালে অন্যজীবনে বাস করার ইচ্ছাহীন আপোষ উপন্যাসটির পাতায় পাতায় বিস্তারলাভ করেছে। এ যেন জীবনানন্দের হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা ক্লান্ত বিপন্ন মানুষটির কথা মনে পড়িয়ে দেয় প্রতিনিয়ত। অস্থির রাজনৈতিক – সমাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের অসহায় জীবন লড়াই মিলে মিশে একাকার হয় এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে।

'আরশি চরিত' উপন্যাসটি ২০০৪ সালে রচিত, বিষয়ে আছে দর্পণের প্রতিবিম্বে দর্শনের ঈপ্সায় আজকের মানুষ তার মুখের প্রতিফলন দেখতে দেখতে সদ এবং অসদ এর দ্বিমুখী সত্তার টানপোড়েনে অসদ টিকে সদ প্রতিপন্ন করতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চায় জোর করে। এই দ্বন্দ্বমুখর অভিব্যাক্তিতে ক্ষত – বিক্ষত নাগরিক ব্যাক্তি মানুষ ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়া ঐতিহ্যমূল মানবিক অনুভূতি অবক্ষয়িত মূল্যবোধ এবং জীবনের বাস্তবতার সাথে রোজ ধাক্কা খেয়ে কঠিন হয়ে ওঠা নরমসবুজ মনকে যেন লেখক এই উপন্যাসে শতধা খণ্ডিত ভাঙ্গা আরশির প্রতিফলনে বিচিত্র অভিধায় প্রতিফলিত করেছেন। উপন্যাসটির পাতায় পাতায় বিধৃত এই খণ্ড মানসিকতার প্রতিফলনে নানা অভিধায় প্রতিফলিত হয়েছে।আরশির ভিতরে সেই বাস্তব কুটিল ছবি এক সময় কল্পনার জাল ছিঁড়ে বাইরে চলে আসে। মুখোমুখি প্রশ্ন করে সত্যিকারের আমিটাকে। এই ভাবে পাঠক ও উপন্যাসের চরিত্রগুলি পরস্পরের আয়না বা আরশি হয়ে ওঠে।

'জানগুরু' দেজ পাবলিশিং ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত উপন্যাস ডাইনি প্রথা এবং তার পাশাপাশি সামাজিক অমানবিকতার চিত্রলিপি। উপন্যাস শেষ হয়েছে ডাইনি আখ্যায়িত ফুলমতির অন্ধকূপে বন্দিনী হয়ে বাইরের পৃথিবী দেখার আশায়। জীবনে বঞ্চনার স্বীকার এই নারীটির জন্য লেখকের আর্তি উপন্যাসের পরতে পরতে বিদ্যমান, গ্রামীণ জীবনের উচ্চাবচতা জানগুরু উপন্যাসের বিষয়। নিতান্ত নিম্নবিত্ত অবস্থা থেকে বড়লোক হয় নন্দরায়, গ্রামের সমস্ত কুসংস্কার আক্রান্ত মানুষের ধারনা সে তার ঘরে স্থাপনা করেছে ধনকুঁদরা কে। ধনকুঁদরা কে জাগ্রত করে রাতের বেলা ছেড়ে দিতে হয়, সে তখন কোন ধনী লোকের ঘরে যায় এবং টাকা পয়সা নিয়ে রাতের মধ্যে বায়ুপথে ঘুরে আসে। এক রাতের মধ্যে ধন সম্পত্তি বোঝাই হয়ে যায় নন্দ রায়ের ঘর। এমন বিচিত্র বিশ্বাসে বাঁধা পড়ে আছে আদিবাসী মন। এই বিশ্বাস কে ক্ষমতাবান লোক নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। উপন্যাসে গদাধর রক্ষিত ডাইন খুঁজে বেরায়। ক্ষমতাবান মানুষদের সঙ্গে ওঝা গুণিনদের সম্পর্ক সে আমলে ভিন্নতর ছিল। অসহায় নারীকে ডাইন প্রতিপন্ন করার জন্য গদাধরের টাকা খরচ করার উদ্দেস্য এটা প্রমান করে। উপন্যাসের মূলবিষয় ডাইন প্রথা ভূত প্রেত ইত্যাদি বিচিত্র অলৌকিক কে সাধারন মানুষের বিশ্বাস এই বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য ওঝা, গুণিনদের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কারনে বিশ্বাস গুলি সমর্থনে তৈরি হয় নানা কিংবদন্তী। লেখক তাদেরই সন্ধান করেছেন। ভূত বন্দী করার নাম করে পচু বাউরি পুলিসের চোখের সামনেই চুরি করা জিনিস রেখে আসে বৃক্ষকোটরের নিরাপদ আশ্রয়ে ছতর বাউরি ওঝা পরিচয়ের আড়ালে অর্জন করে সরকারি ক্ষমতা। সে হয়ে ওঠে পঞ্চায়েত উপপ্রধান। ডাইনদের পীঠস্থান বলে যে জায়গা কে চিহ্নিত করা হয়েছে সে জায়গায় দিনের বেলাও লোকে একলা যেতে ভয় পায়। সেখানে রাতের অন্ধকারে ডাকাতের দল লুঠ করা সম্পদ জমা করে রাখে।লেখক জানান আসহায় মানুষের সংস্কার কে কাজে লাগিয়ে ততোধিক আসহায় নারীকে আরও পীড়ন করে ওঝা গুণিনেরা, অন্তেবাসী জীবনের লোকবিশ্বাস হয়ে ওঠে সুবিধাভোগীদের সন্ত্রাসের আয়ুধ। বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতে যারা অন্তেবাসী, আর্থিক, সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও রয়েছে প্রভুত্বের লালসা। লেখকের উপন্যাসে এই বিষয় গুলি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। সামাজিক প্রভু শক্তির আধিপত্যের ভীত গড়ে ওঠে মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসের ওপর, জেনেশুনে এই প্রভুত্ব কে ভাঙতে চায়না ক্ষমতাশালী সমাজ। তাই বামপন্থী দলের প্রার্থি হিসেবে নির্বাচন জিতে যায় ছতর বাউরির মত ওঝা। কিন্তু সময়ের নিয়মে তালডাংরার উত্তরপ্রজন্ম এই লোকবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাড়ায়। আসলে তারা গ্রামীণ শোষণশৃঙ্খলের বিরুদ্ধেই লড়াই ঘোষণা করে। নিরুদ্ধ স্বর ফুলমতিরা তাই ঘন জঙ্গলের অন্ধকারে অপেক্ষা করে সুফল দের জন্য। এভাবেই স্বপ্ন দেখাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান লেখক। অন্ধকার রাতের পরে দিনের সূর্য তো উদয় হবেই এটাই স্বাভাবিক। নিম্নবর্গীয় সমাজের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশিষ্টতা জানগুরু উপিন্যাসে উপস্থিত, বঙ্গের অনার্যরা লোকপুরাণ ও পৌরাণিক স্মৃতিতে উদ্ভাসিত। এখানে যে গল্পকথা আভাসিত তাতে লোকজীবন সম্পৃক্ত লোককথার একটি প্রসারিত সন্ধান রয়েছে, রয়েছে প্রত্যাখ্যাত জীবন অভিঘাতে বেঁচে থাকার প্রেরণা। অতীতের কাল্পনিক গৌরবময় স্মৃতির মধ্যে নিজেদের বর্তমান অবক্ষয়ময় দাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি আকাঙ্খা যেন পিতম বাউরির ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার কথায় বাউরিরা সৃষ্টি হয়েছে মা দুর্গার অংশে, তার গায়ের ময়লা থেকে। এই উৎপত্তি বৃত্তান্ত আমরা এর আগে তারাশঙ্কর এর হাঁসুলিবাঁকের উপকথাতেও পেয়েছি সুচাঁদবুড়ির গল্পকথায়। আসলে অতীত গৌরবের এই স্মৃতি বুকে নিয়ে বর্তমানের কালিমা কে ভুলে যেতে চায়।

'চারণ ভূমি' ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত অন্ধকারের ইতিবৃত্ত। ভেড়িহার ভক্তদের যাযাবর দিনযাত্রা এই উপন্যাসের আধেয়। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সরে এসে শুধু ভূমিভিত্তিক গ্রামীণ সম্পর্ক গুলি তুলে এনেছেন লেখক পাঠক পড়তে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পড়তে চলে যান পাহাড় ডুংরি – টার - টিকর নামহীন গোত্রহীন এক অচেনা জায়গায় যেখানে বেঁচে থাকে শুধু শিকড়ের আঘ্রাণ, এই ঘ্রাণ আমাদের চিনিয়ে দেয় এক অতিবাস্তব এবং কঠোর অঞ্চলভিত্তিক সংগ্রামী মানবত্মাকে। এই বঙ্গের যারা আদিম মানুষ আর্য আগ্রাসনের পর্ব থেকে ঠেলতে ঠেলতে যাদের নাগরিক মানুষ শ্বাপদ সংকুল গভীর অরন্যে নির্বাসন করেছে লেখক তাদেরই কথাকার, তাই তিনি স্বতন্ত্র আর এখানে বাংলা উপন্যাসের ধারাতে তৈরি হয়ে যায় নতুন প্রবনতা। বিহারের হাজারিবাগের ভেরিহার ভকতেরা মালিকের ভেড়া নিয়ে সারাবছর থাকে জলে – মাঠে – জঙ্গলে। এদের মাথার ওপর নেই রঙিন প্লাস্টিক এর একটুকরো ছাদ। সারাদিন ভেড়া চরিয়েই কাজ শেষ হয়না রাতেও থাকে বাগলাদের 'ডিপটি'। যে গৃহস্থের ক্ষেত্রে রাত্রিবাস করছে সিধেপতি তাদের জন্য ভেড়ারা যাতে অশান্তির কারন না হয় তার জন্য রাতজেগে ভেড়াদের পাহারা দিতে হয়। এছাড়াও রয়েছে খাসি করা, মুড়ি করার কাজ। গ্রামের মাতব্বর যারা তারা ভেড়া চরইয়াদের মাঠ ছেড়ে দেয়, মেষ কুলের নাদিতে উর্বর হয়ে উঠবে শস্যভূমি। উপন্যাসে একটি জায়গায় পায় – খাসি করা নবীন পুরুষভেড়া দের অণ্ডকোষের মাংস নিয়ে রান্নার প্রস্তুতি চলছে, পাশাপাশি শীতে যন্ত্রনায় চিৎকার করছে খাসি হওয়া ভেড়ারা। অসম্ভব দুঃখজনক অনুষঙ্গ কিন্তু চরম বাস্তব এবং অবশ্যই শিল্পসম্মত। গোঠের এই ভ্রাম্যমাণ মানুষগুলির অনেকেই দাদন নিয়েছে বাঘার মালিকের কাছে। চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে সুদ-আসলের অঙ্ক, এই দাদন থেকে মুক্তি বোধ করি ভিখারি কিংবা মুঙ্গি ভকত্রের সারাজীবন সম্ভব নয়। অনিবার্য অধীনতার হাত ধরে শুরু হয় বানহারা জীবনের দার্শনিক ভাষা –

> "লোগকে দোনও গোড়মে পাহিয়া লাগাওল বা। জনমের সাথে সাথেই মানুষের পায়ে একজোরা চাকা লাগিয়ে দিয়েছেন বিধাতাপুরুস। তাই দিয়ে সে ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে, এক মুলুক থেকে দুসরা মুলুক, পার হয়ে যায় নদী, নালা ক্ষেত, গাঁও অরন্য, পাহাড় –জনপদ। সে থিতু হবে কি করে তার দু পায়ে জনমচাকা লাগানো।"[৩]

এই যাত্রা কিন্তু বিধাতার নিয়মে নয়, একান্ত ভাবে সামাজিক প্রভুশক্তির চক্রান্তে, বাঁকুড়ার শ্রীকৃষ্ণ ভকত ভেড়ার বাঘার মালিক সে হাজারিবাগের বাঘলই চায়, কেননা বাংলা মুলুকে কমনিশ সরকার হওয়ায় ভকত ছোকরাদের চোখ আর বুলি ফুটেছে।তারা হরেকরকম সুযোগ দাবি করে, সরকারি রেটে মজুরি চায়। তাই বিহার মুলুকের দরিদ্র ভেড়াহারদেরই নিয়ে আসে মালিকপক্ষ। প্রভু দয়ালসিং এর মত সামন্তপ্রভুর নির্মম – নির্যাতন এর হাত থেকে বাঁচতে হাজারিবাগের ভিখারি ভকত শ্রীকৃষ্ণ এর খাতায় নাম লেখায়, দাদন নেয়। মাঠ এর জীবনেও এদের ওপর নেমে আসে গৃহস্ত ডাকাত দারোগার আক্রমন, একদিকে এদের অনিকেত জীবন অন্যদিকে সভ্যতাগর্বী থিতু মানুষদের বিচিত্র বিকার। সকল দিকে প্রতাপের লড়ায়, ভেড়ার লড়াইয়ে ইতিহাস, কথায় কথায় এরা মিছিল বার করে, বোমা, পটকা ফাতায়, এক দলের মস্তান অন্য দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে-

> "লড়ছে দুটি মদ্দা ভেড়া। এ হল এলাকায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করবার লড়াই।"[৪]

স্বভাবতই রাজায় রাজায় লড়ায় হয় আর উলুখাগড়ার প্রান যায়, মুঙ্গির চোখে মানুষের সভ্যতা দুটো ভেড়ার লড়াইয়ে সমতলে এসে দারায়, লেখনীর গুনে ভগীরথের রচনায় ধিকৃত হয় সভ্যতা যার মূলকথা কোন না কোন ভাবে প্রভুত্বের প্রতিস্থা। এই প্রতিষ্ঠাহীন ভেড়িহারদের অলৌকিক অন্ধবিশ্বাস জীবনেও লেখক খুঁজে পান আলোর ইসারা, খুঁজে পান মানবিকপরিসর। পদিনা ভকতের চোখে মানুষের ইতিহাস হল লুণ্ঠনের ইতিহাস-

> "মানুষ হল লুঠেরার জাত, লুঠেরা বৃত্তি উয়ার রক্তে।"[৫]

এও বুঝতে পারি আমাদের মত সভ্য মানুষের কাছে যে সভ্যতার ইতিহাস হল শিক্ষা–সংস্কৃতি উন্নয়নের ইতিহাস। আলোকহীন বন্দিশালার প্রান্তবাসী মানুষ যখন এই সভ্যতাকে দেখে তখন তা হয়ে যায় দুই মদ্দাভেড়ার লড়ায় আর নিরবিচ্ছিন্ন লুণ্ঠনের ইতিহাস। চারণ ভূমি উপন্যাসে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলে দুটি কাহিনি, চুমরি নদীর তীরে ললন ভকতের সস্ত্রীক পুড়ে মরা। জঙ্গিগোষ্ঠীর লালকালিতে লেখা পোস্টার, রুপলাল ভকতের মৃত্যুর বদলা নেওয়ার আহ্বান। ক্রমশ সংগঠিত হয় বিহারের আদিবাসী এলাকার ভূমিসংলগ্ন মানুষেরা এরা আর ভেড়ার পেছনে জীবন নষ্ট করতে চায়না থিতু হয়ে বসতে চায়। অন্তেবাসী জীবন সত্যি কি থিতু হতে পারবে নাকি চক্রাকার আবর্তনে কেটে যাবে আরও কয়েক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 242
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শতাব্দী। উন্নতির শীর্ষে উঠে যাদের আমরা ক্রমাগত অবান্তর করে রেখেছি তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করতে এই দীর্ঘ লড়াই নতুন পথের ঠিকানা দেবে। এই যাত্রা আত্ম আবিস্কারও।

'তস্কর' উপন্যাসে ইতিহাসপটে নিম্নবর্গের শ্রেণিবোধের উত্তরন ছবি ফুটে উঠেছে, উপন্যাসটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাণেশ্বর ঘোষের পরিচয়ে লেখক বলেছেন দেশ মহারাজের বিচারসভায় তিনি মধ্যমনি, দলের থানা কমিটির সে প্রেসিডেন্টও বটে। তার বাবা ছিল দুয়ারি ঘোষ কানু বিচারি।তার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। জীবনকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রনে অভ্যস্থ করে তোলায় প্রতাপের লক্ষ্য যেন স্বশৃঙ্খল সমাজে সে অবিসংবাদী নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। যে শৃঙ্খল মালায় জড়িয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক উত্তরজীবন, তাই প্রতাপ সর্বত্র তার ক্ষমতা অমোঘ এই বহুকৌণিক ও প্রলম্বিত প্রতাপের ছায়া পড়ে সমাজ ও সাহিত্যে ।এই ছায়াপাত উপেক্ষিত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম বাণেশ্বর ঘোষের কথায় উঠে আসে -

> "তবে দেশ মহারাজের আসনে বসে বেশ জমিয়ে বিচার পঞ্চাৎ করার দিন ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। পরপর দুটো যুক্তফ্রন্টই দেশ গাঁয়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। সেই যে হরেকেষ্ট কোঙার মেদুনপুর শহরে মিটিং করে সব্বাইকে লাঠি – সড়কির ডগায় বেনাম জমিনের দখল নিতে বলল, দেশ গাঁয়ের অধঃপতন শুরু হল তখন থেকে। সন্ধ্যায় বিচার বসত প্রদ্যোত ভঞ্জর উঠোনে... রোজ সন্ধ্যায় ডাকা হতো এলাকার একজন কি দুজন সভ্রান্ত মানুষকে। নামেই বিচার! আসলে চলে মানী লোকের মান হরণের ব্যবস্থা। সুদ খাটাও ক্যানে? আরে দেশ-গাঁয়ের চিরকালের ধারাই যে ঐ। তাই সুদ খাটাই, বন্ধক রাখি, ধান বিকি। জরুরি অবস্থা জারী হতেই পুলিশ দু-চারবার ভিড়কা ভিড়কি করতেই যে যার মুষার মতন গর্তে সেধিয়ালঅ। সুদ বন্ধকী ফের শুরু হল।"[৬]

উপরের বয়ানে বড়লোকের বিচার সভার যে সংকেত। ঐতিহাসিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন। নিম্নবর্গ শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাখা দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে বিচারের নামে যে প্রহসন চলে তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন পার্টির ভুমিকা যায় হোক তবু দীর্ঘদিন ধরে যাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে বাউরি–বাগদি–সাঁওতাল–কাহার শিকারিরা তারাই পাল্টা হেনস্থার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে উল্লসিত অভীপ্সায়। 'তস্কর' উপন্যাসে জমিদার এক অন্য রুপে উপস্থিত তস্কর কথার অর্থ হল চোর লোধা শবরদের জীবনের অঙ্গরূপে চুরি বৃত্তি সর্বসাধারনের জানা, সিঁধেল চোর গোক্ষুর ভক্তা জাতিতে লধা। লোধা জাতির অসহায় করুন কাহিনী আলেখ্য এই উপন্যাসের, অপরদিকে তথাকথিত মহাজন ব্যাক্তির মননের গোপন দিকটি উদ্ভাসিত এখানে। গোক্ষুর চুরি ছাড়তে চাইলে পারে না বাণেশ্বর এর চাপে সে তাকে মিথ্যা ডাকাতির মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়।আবার নিজেই জামিনে খালাস করে, এই বাবদ খরচগুলি আবার বাণেশ্বর এর খাতায় গোক্ষুরের কর্ম হিসেবে লেখা থাকে, আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে গোক্ষুর চাষবাসের যে জমি পায় যথাসময়ে দেখা যায় সে জমি বিক্রি করে বসে আছে। ছয় মাসের পোয়াতি গোক্ষুরের স্ত্রী পঞ্চমী যখন প্রশ্ন করে –

> "ক্যানে তুমি বিক্রি দলিল করিয়া দিলে বাপ- চোদ্দ পুরুষের ভিটা।"[৭]

অসহায় গোক্ষুর কোন উত্তর দিতে পারে না। বাণেশ্বর এর উক্তি পায় -

> "গোক্ষুর টিপ দে, পঞ্চাত থেকে গম পাবি। গোক্ষুর টিপ দে ত্রিপল পাবি, পশু লোণ পাবি ব্যাঙ্ক থেকে টিপ দে কর্জ দিছি টাকা, আরও কত ফিকিরেই ঘোষ টিপ নিয়েছে আজীবন, তার মধ্যে কোন টিপখানা ছিনিয়ে নিলো গোক্ষুরের ভিটেখানা।"[৮]

আর্থিক অধীনতার কারনে সমাজে উচ্চশ্রেণীর মানুষগুলোর অন্যায় আবদার মেনে নিতে বাধ্য হয় বিনা প্রতিবাদে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত পাহারার নিয়মে বিনা পারিশ্রমিকে চোখ জেগে বসে থাকতে বাধ্য হয় তারা। যদিও ধানকাটার মরশুমে চুরি বন্ধ করার সভায় লধাদের কোন প্রয়োজন নেই কারন তাদের জমি নেই। তাদের উক্তি –

> "চোর আইলে মোদের অ্যাড় কুষাঁগুলা ছাড়া কিছুটি পাবেনি ক ঘরে।"[৯]

এদেরই এক কৃতি সন্তান মধু মল্লিক ডি আই এর নির্দেশে স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় তখন হস্টেলে কোন ঘরে তার স্থান হয়না, আদিবাসী ছেলেটিকে শিক্ষিকা গীতালি বলে –

> "আমার কিন্তু ভারী অবাক লাগছে তোমাকে দেখে। লোধা সম্প্রদায়ের ছেলে হয়ে তুমি বি. এস. সি পড়ছ।"[১০]

স্বাধীনতার ২৬-২৭ বছর পরেও মানুষ পরিবর্তন হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য নিতাই মাস্টার জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে যাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছে পুলিশ। সে লোধাদের গডফাদার, গোক্ষুর এবং তার স্বজন উপন্যাসের শেষে জীবন মৃত্যু, চৈতন্য চিন্তা মূল্যবোধে আলোকিত হয়েছে-

> "রাত বাড়ছে অর্থাৎ রাত কমছে, পাতা ঝরছে। নিস্পলক ক্ষণ গুনছে মধু মল্লিকের দল।"[১১]

'মৃগয়া' একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস, ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতায় রাঢ় বাংলার জনপদ জীবনকে তুলে ধরেছেন শিল্পী। সময়ের পট পরিবর্তনে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্রোত গ্রামীণ বাংলার সামাজিক জীবনে যে রুপায়ন এনেছিল তারই সামগ্রিক গ্রন্থনা এই উপন্যাস।

'ফাঁসবদল' উপন্যাসটি মেদনিপুরের নারায়নগড় থানার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর ও মেমিনপুর গ্রামের রাজনৈতিক পটভুমির ওপর রচিত।বাম সরকারের আগমন, জরুরি শাসন আইন, বাবরি মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা পরিস্থিতি, মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে লেবার বয়কট ইত্যাদি পরিস্থিতির সঙ্গে গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দশার চিত্র উপন্যাসে আছে।

ভগীরথ মিশ্র এর অধিকাংশ উপন্যাসের পট মেদনিপুর ও বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল, দাঁতন, বেলদা, নারানগড়, যমুনা, পারিজাতপুর, ডিহিপার, ইত্যাদি অখ্যাত গ্রামগুলির বিস্তীর্ণভাগের লোধা জনজাতির জীবন সংগ্রাম।তার উপন্যাসগুলিতে ভাষাশৈলীর ব্যবহার মুখ্য। শব্দ প্রয়োগ, বাকরীতি, প্রবাদ, ধাধাঁ, উপকথা চোখে পড়ার মত। উপন্যাসগুলিতে আছে ট্যাঁবু, টোটেম এর ব্যবহার। প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি টোটেম থাকে, টোটেম হল কোন বিশেষ প্রাণী বা গাছ। পৃথিবীর নৃ গোষ্ঠীর আদিপ্রান, টোটেম তাদের গোত্রের সকলকে রক্ষা করে এমনটা লোকবিশ্বাস। টোটেমের বংশধর দের তাই টোটেম হত্যা নিষেধ রয়েছে। নাগরিক শিক্ষিত জীবনে গোত্র ভাবনা টোটেম থেকে আগত।

জানগুরু উপন্যাসে টোটেমের প্রয়োগ আমরা পেয়ে থাকি। কৃষিভিত্তিক ভূমির ওপর নির্ভরশীল নদী অরন্যবাসী মানুষের জীবনচিত্র কথাকার ভগীরথ মিশ্র এর উপন্যাসের মর্মমুল। তার ছোটগল্প কদমডালির সাধু নায়ক সাধুচরন দলুই বয়স নব্বই বছর, ডাকসাইটে চোর সে কিন্তু অথর্ব হয়ে এখন ভিখ মেঙ্গে পেট চালায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সারাদেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে তার ভিক্ষাবৃত্তি আর চলল না দিনের পর দিন উপবাসে ক্লান্ত সে শেষবারের মত বেরোয় অন্নের খজে। এসে পৌছয় গ্রামের প্রথম এক চালার ছোট ঘরটিতে যেখানে মাস ছয়েকের শিশুকে পাশে শুইয়ে ঢেঁকিতে ধান ভানছে অল্পবয়সি এক বউ, কৌশলে চাল চুরি করে পালায় সে। কিন্তু উপসি পেটে আম দিয়ে তিনপো চালের ভাত সয় না শরীরে ডাইরিয়া হয়ে মারা যায় সে। এযেন একান্ত দেশজ জ্বালার ইতিকথা তুলে ধরেন লেখক।

Reference:

১. মিশ্র, ভগীরথ, 'হোসেন সোহারাব ও দত্ত সুকান্তি সঙ্গে সাক্ষাৎকার', অমৃতলোক পত্রিকা, ১০৬ সংখ্যা, পৃ. ৩৯
২. তদেব, পৃ. ২৯
৩. মিশ্র, ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস চারণভূমি, জানগুরু, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃ. ৯০
৪. তদেব, পৃ. ৭৫
৫. তদেব, পৃ. ১৬৫
৬. মিশ্র, ভগীরথ, তস্কর উপন্যাস, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭, পৃ. ১৫-১৬
৭. তদেব, পৃ. ১৮৯
৮. তদেব, পৃ. ১৮৯

৯. তদেব, পৃ. ২১

১০. তদেব, পৃ. ৭৯

১১. তদেব, পৃ. ২০৭